দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 JAN 1987
পৃষ্ঠা

13

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

13 JAN 1987

পরীক্ষায় দুর্নীতি

বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি উচ্ছেদ করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্নীতি পরীক্ষায় নকল রোধ করার কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে পারেননি।

১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় অবাধ নকল বিবেকবান মানুষকে আতংকিত করেছে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহল কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। নকল সমাজদেহের ক্যান্সার। মুষ্টিমেয় কিছু শহরাঞ্চল বাদে দেশের প্রায় সর্বত্র অবাধ নকল হয়েছে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায়। এ ধরনের নকলের ফলে মেধাবী ছাত্রদের মেধার মূল্যায়ন হচ্ছে না। অবাধ নকলের সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা বাদ দিয়ে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে, সমাজে অনাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন উপজেলায় সংঘটিত অবাধ নকল যে উপজেলা প্রশাসনের ব্যর্থতা ও নিষ্ক্রিয়তার প্রমাণ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সরকার প্রশাসনকে জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর জন্য উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। সেই উপজেলা প্রশাসনের ব্যর্থতা যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির কারণ হয় তবে তার চেয়ে দুঃখজনক আর কিছুই হতে পারে না। জাতির অভিশাপ পরীক্ষায় গণনকল বন্ধ করার জন্য সরকার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এটি সকলেই প্রত্যাশা করেন। তবে পরীক্ষার এই গণনকল বা দুর্নীতির জন্য আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই দায়ী। আমাদের দেশে শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি চালু আছে তাতে ছাত্রদের পড়াশুনায় আত্মনিয়োগ করতে মোটেই আকৃষ্ট করে না। শিক্ষক ক্লাসে তার নির্ধারিত বিষয়টুকু শুধু আলোচনা করে যান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে বিষয়ে ছাত্ররা কতখানি উপলব্ধি করতে পারলো কি পারলো না, তা প্রতিটি ছাত্রের ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখা হয় না। ফলে, যে ছাত্রটি ঐ আলোচনা থেকে কিছুই উপলব্ধি করতে পারলো না, স্বভবিতঃই সে ঐ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না। পরবর্তীতে সেই বিষয়ের ধারাবাহিকতাও সে হারিয়ে ফেলে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান জন্মে না। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে নকল বা এ জাতীয় দুর্নীতির আশ্রয় নিতে সচেষ্ট হয়। অপরদিকে আমাদের পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিও পরোক্ষভাবে ছাত্রদের নকল করতে উৎসাহিত করে। তাই পরীক্ষা গ্রহণের প্রচলিত সনাতন পদ্ধতি আমাদের পরিবর্তন করা প্রয়োজন। অন্যান্য অনেক উন্নত দেশের ন্যায় সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হলে এ অবস্থার অনেক উন্নয়ন ঘটবে এবং পরীক্ষায় অবাধ নকল নিশ্চিতভাবে বন্ধ করতে সহায়তা করবে।

—শাহেদ মোঃ জালাল